বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

সমীপে

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে 'কোভিড-১৯' অতিমারী ও সাম্প্রতিক বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদানের

সবিনয় আবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশে শিক্ষা নিয়ে কর্মরত সহস্রাধিক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষা কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যজোট গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে আপনাকে সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি।

করোনাকালে নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও শিক্ষাক্ষেত্রে মাইলফলক অর্জনসমূহ ধরে রাখার লক্ষ্যে সরকারের বহুমুখী প্রয়াসের জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ প্রসঙ্গে আপনার সানুগ্রহ বিবেচনার জন্য উল্লেখ করছি যে, দৃশ্যমান বহু অর্জন সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও নানাবিধ বৈষম্য, কোভিড ১৯ ও সাম্প্রতিক বন্যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট অভিঘাত, জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রসারে অপ্রতুলতাসহ নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। **এমতাবস্থায় স্কুল বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা ও তাদের শিখন ঘাটতি পুনরুদ্ধারে শিক্ষাকে একক খাত হিসেবে বিবেচনা করে বাজেট বরাদ্দ করতে পারলে ধারাবাহিক অর্জনগুলো ধরে রাখা ও করোনা অতিমারী ও ভয়াবহ বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।**

সম্মানিত সংসদনেত্রী

শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি প্রশমন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে আমাদের অগ্রযাত্রা ধরে রাখার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ আপনার সানুগ্রহ বিবেচনার জন্য পেশ করছি:

১. কোভিড ১৯-এর কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট ক্ষতি প্রশমনে "সমন্বিত শিক্ষা পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা" প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেওয়া এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের জোর দাবি করছি। একইসঙ্গে বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থের যথাযথ ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আশু প্রয়োজন।

২. শিখন পুনরুদ্ধারে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মূলধারার শিক্ষার্থীদের মাসিক কমপক্ষে ২৫০ টাকা থেকে শুরু করে স্তরভেদে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া।

৩. সুবিধাবঞ্চিত যুবদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে কারিগরি শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

৪. 'ব্লেন্ডেড লার্নিং' এপ্রোচকে কার্যকর করার লক্ষ্যে আইসিটি খাতে বিশেষ করে ল্যাপটপসহ অনুরূপ ডিভাইসগুলো ১৫% আরোপিত শুল্কের আওতা বহির্ভূত রাখার প্রস্তাব করছি।

৫. মূলধারার সকল বিদ্যালয়ের (প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম একটি করে আইসিটি ডিভাইস দেওয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কেই প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ ডেটা (data) বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রদান করা।

৬. কোভিড ১৯ ক্ষতি মোকাবেলায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ক সমন্বিত প্রকল্প চালু, প্রতিটি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম একজন শিক্ষককে Psycho-social Councilor হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বাজেট বরাদ্দ করার দাবি জানাচ্ছি।

সম্মানিত জননেত্রী

৭. শিক্ষার্থীদের খাদ্য-নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ২০২৪ সালের মধ্যে মূলধারার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য দুপুরের খাবার (স্কুল মিল কার্যক্রম) চালু করার লক্ষ্যে আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতির জন্য অভিবাদন জানাই। এটি বাস্তবায়ন করতে হলে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নেওয়ার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ সালের বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

৮. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য Computer Assisted Learning, Computer Assisted Instruction সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহার উপযোগী করা এবং ভিন্ন জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাসহ ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে বাজেট রাখা।

৯. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কোনো প্রকার করারোপ না করে শিক্ষাকে অলাভজনক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতার অবস্থান আরো দৃঢ় ও সমুন্নত রাখার আবেদন করছি।

১০. গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে আপনি বারবার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, এজন্য আমরা অনুপ্রাণিত বোধ করি। শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণার জন্য সরকারি-বেসরকারি দক্ষ প্রতিষ্ঠানকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধেয় বঙ্গবন্ধু কন্যা

উপর্যুক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় ২০২২-২৩ সালের বাজেটে বিশেষ বরাদ্দসহ শিক্ষাখাতের জন্য একটি 'প্রণোদনা প্যাকেজ' ঘোষণা করা হলে নতুন প্রজন্মসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অংশীজন তথা আপামর জনগণ আপনার কাছে ঋণী থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, তিনি আমাদের শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সূচনা করেছিলেন, এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের অগ্রগতি অব্যাহত রাখবেন, এটাই আমাদের বিনীত নিবেদন ও একান্ত প্রত্যাশা।

মহান সৃষ্টিকর্তা আপনার মঙ্গল করুন।

সহস্রাধিক সহযোগী সংগঠন ও লক্ষাধিক সহকর্মীর পক্ষে প্রচার ও সমন্বয়ে

গণসাক্ষরতা অভিযান

৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: ৮৮০-২-৪১০২২৭৫২, ৪১০২২৭৫৬

ওয়েবসাইট: www.campebd.org